অড়হর (Red gram, Pigeon pea)

অড়হর ডাল হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ী এলাকায় অড়হরের শুঁটি সবজি হিসাবেও সমাদৃত। সবুজ পাতা, গাছের কচি ডগা পশুখাদ্য এবং সবুজ সার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। শুঁটির খোসা, ডালের খোসা, অড়হর ডাল প্রকিয়াকরন কারখানার বহ্য বস্তু সমূহ গোখাদ্য হিসাবে এবং ফসল সংগ্রহ করার পর শুকনো গাছের কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ইত্যাদি গ্রামে জ্বালানী, বেড়া তৈরী, ঝুড়ি তৈরী এমন কি পান বরোজ ছাউনী হিসাবে ও বহুল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় অড়হর গাছের শিকড় মাটির গভীরে যায় এবং মাটির গঠন ও গ্রন্থন উন্নত করে, পাতা ঝড়ে পড়ে মাটিতে জৈব পদার্থের সংযুক্তি করে। অড়হর চাষের মাধ্যমে এক একর জমিতে ২৬ কেজি নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয় যা ৫৬ কেজি ইউরিয়া সারের সমান। অড়হর ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ এবং কৃষি, উদ্যান, বাগিচা ফসলের মধ্যে মিশ্র ফসল, অর্ন্তবর্তী ফসল ও শস্য পর্য্যায়ে সমাদৃত। ধান ক্ষেতের উঁচু আলে খুপী (Dibbling) পদ্ধতিতে অড়হর বপন করা যায়। প্রথম ফসল তোলার পর কোমড় উচ্চতায় গাছ কেটে মুড়ি ফসল (Ratoon Crop) হিসাবে রাখা হলে দ্বিতীয় বার ফসল পাওয়া সম্ভব।

অড়হরের প্রধান শিকড় বেশ শক্ত, কাষ্ঠল, জাত ভেদে ৩০-৯০ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়।

জলবায়ু ঃ অড়হর খারিফ মরশুমে বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে বহুল চাষ হয়। তবে আজকাল উদ্ভিদ প্রজননবিদগন রবি মরশুমে চাষের উপযোগী জাত উদ্ভাবন করেছে, যেগুলি সেচ সেবিত এলাকায় রবি মরশুমে চাষ করা সম্ভব।

জমি নির্বাচন ঃ জল জমে না এমন উঁচু, মাঝারি উঁচু জমি অড়হর চাষের জন্য নির্বাচন করা শ্রেয়। মাটির ব্যাপারে অড়হরের তেমন বাচ বিচার নেই, তবে দোঁয়াশ মাটিতে ভাল হয়। লাল পাহাড়ী মাটিতেও চাষ করা সম্ভব।

জাত ঃ খারিফ মরশুমের উপযুক্ত জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইউ.পি.এ.এস-১২০ (উপাস ১২০), টি-২১, প্রভাত, মুক্তা, বি-৭ (শ্বেতা), বি-৫১৭ (চুনী), প্রভাত, আই.সি.পি.এল-১৫১, বাহার, মানিক, এন.পি. (ডব্লিউ আর) ১৫।

প্রভাত-৪ মাস, টি-২১ পাঁচ মাস, উপাস-১২০ সাড়ে তিন মাস এবং

আই.সি.পি.এল-৮৫০৬৩ জাত ৪ মাসের মধ্যে ফসল তোলা যায়। রবি মরশুমের জাত হল — 'রবি' (২০/১০৫)। 'রবি' জাত জলদি জাতের ধান বা পাট ফসল কাটার পর আশ্বিনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বপন করা যায়। 'রবি' জাত পাকতে সময় নেয় ৫-৬ মাস।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ অড়হর খারিফ এবং রবি মরশুমে একক ফসল হিসাবে অথবা সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। একক ফসল হিসাবে চাষ করার জন্য খারিফ মরশুমে বৈশাখ মাসে ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে জমি তৈরী করা প্রয়োজন, রবি মরশুমের জন্য ভাদ্র মাসে জমি তৈরী করা আবশ্যক। জমি তৈরীর সময় মাঝে নালীর ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক, যেগুলি জল নিকাশী নালী হিসাবে এবং প্রয়োজনে সেচের নালী হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। খারিফ ফসলের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং রবি ফসলের বীজ ভাদ্রের শেষ এবং আশ্বিনের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে বপন করা শ্রেয়। সারিতে বপন করা হলে একক ফসল হিসাবে একর প্রতি ৮-১০ কিলোগ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। কৃষিজ ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষে একর প্রতি ২-২.৫ কেজি বীজ ব্যবহার করা যায়। একক ফসল হিসাবে সারিতে রোপন করা হলে জলদি জাতে ৫০ সে.মি. X ১৫-২০ সে.মি., মধ্যম ও নাবি জাতে ৭৫ সে.মি. X ২০ সে.মি. এবং রবি অড়হরের ক্ষেত্রে ৩০ সে.মি. X ১০-১৫ সে.মি. দূরত্ব বজায় রাখা চলে, একর প্রতি বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি এবং মাটির ১.৫-২.৫ সে.মি. গভীরে বুনতে হবে। বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে থাইরাম এবং কার্বেনডাজিম সম পরিমানে মিশিয়ে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে বীজ শোধন করা আবশ্যক। বীজ বপনের দিন বীজগুলিকে আধঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর নির্দ্ধারিত রাইজোবিয়াম জীবানু মটর বীজের অনুরূপ পদ্ধতিতে মাখিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাঠে বপন করা আবশ্যক। বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন রাইজোবিয়াম জীবানু সার যেন সরাসরি রৌদ্রের সংস্পর্শে না আসে।

খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ রবি অড়হর চাষে একর প্রতি নাইট্রোজেন : ফসফরাস : পটাশ সার ৮:১৬:১৬ অনুপাতে ব্যবহার করা আবশ্যক। খারিফ মরশুমে সাধারণত পটাশ সার ব্যবহার করা হয় না, একর প্রতি ৪-৫ টন কম্পোষ্ট অথবা উত্তম পচা গোবর প্রথম চাষে এবং শেষ চাষের সময় ১৭ কেজি ইউরিয়া এবং ১০০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা হলে চলবে।

জলের ব্যবস্থাপনা ঃ খারিফ মরশুমে অড়হর প্রধানত বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। জল সেচ দেওয়ার রেওয়াজ নেই। তবে অনেক সময় উঁচু জমিতে অড়হর চাষে ফুল আসার সময় এবং শুঁটি বৃদ্ধির সময় খরা পরিস্থিতি থাকলে, প্রয়োজনে জল সেচ দেওয়া উচিত। রবি মরশুমে বীজ বপনের আগে মাটিতে রস কম থাকলে, প্রয়োজন বোধে প্রাক বপন সেচ দিয়ে বীজ বপন করা হলে, মাঠের সব জায়গায় সমানভাবে গাছ গজায়। এছাড়া রবি ফসলে শীতকালে মাটিতে রসের টান পড়লে, অবস্থা বুঝে ২-৩টি সেচ দেওয়া আবশ্যক।

অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ বীজ বপনের তিন সপ্তাহের মাথায় জাত অনুযায়ী প্রতি সারিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় গাছ রেখে দুর্বল চারাগুলি তুলে পাতলা করা প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে হালকা নিড়ি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রন করে দিলে ভাল। খারিফ মরশুমে আগাছার বাড় অনুসারে ছয় সপ্তাহের মাথায় দ্বিতীয় বার হালকা কোদালী করে সারিতে আগাছা নিয়ন্ত্রন এবং প্রয়োজনে গোড়ায় হালকাভাবে মাটি তুলে দিলে গাছের বাড় ভাল হয়।

ফসল তোলা ঃ অড়হর বহু বর্ষজীবি গাছ হলেও সাধারণত বর্ষজীবি ফসল হিসাবে অধিক চাষ হয়। ফসল পাকতে জাত ভেদে সাড়ে তিন মাস থেকে প্রায় ৯ মাস সময় লাগে। প্রথম দিকে পরিপক্ক শুঁটি নিয়মিত হাতে তুলে সংগ্রহ করা যায় নতুব শুকনো শুঁটি ফেটে দানা মাঠে পড়ে যায়। তারপর গাছের পাতা শুকিয়ে ঝড়ে পড়তে শুরু করলে, গোড়ায় দা দিয়ে কেটে নিতে হয় এবং আঁটি বেঁধে খামারে এনে আঁটিগুলি খাড়া খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে শুকিয়ে যাওয়ার পর ভালভাবে ঝাঁকিয়ে বা পিটিয়ে শুকনো শুঁটি এবং পাতার মিশ্রন আলাদা করে, গরু দিয়ে মাড়িয়ে অথবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানা আলাদা করা হয়। ঝাড়াই করে শুঁটির খোসা এবং পাতা বাদ দিয়ে দানাগুলি সংগ্রহ করে, রৌদ্রে শুকিয়ে মাটির পাত্রে ওপর স্তরে বালি দিয়ে ঢাকনা এঁটে মজুত করা যায়। শুকনো অড়হর গাছ জ্বালানী হিসাবে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত। এক একর এলাকা থেকে প্রায় এক-দেড় টন শুকনো জ্বালানী গাছ পাওয়া যায়। মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করা হলে একর প্রতি ২০০-৩০০ কেজি, একক ফসল হিসাবে খারিফে ৬০০-৭০০ কেজি এবং রবি মরশুমে ৯০০-১০০০ কেজি ডাল দানার ফলন পাওয়া সম্ভব। মুড়ি ফসল (Ratoon crop) রাখা হলে একর প্রতি ৩০০-৪০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।